দৈনিক সংবাদ

FEB 1 9 2002

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দি
সমকালীন তাৎপর্য

ড. এ কে এম খায়রুল আলম

১.০০ মাতৃভাষার বিশ্বরূপ ঃ দূরতম দ্বীপ ভ্যানকুভার, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, কানাডা থেকে বঙ্গসন্তান রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম, ফিলিপাইনের আলবার্ট ভিনজন ও কারমেন ক্রিস্টোবাল, যুক্তরাজ্যের জেসন মার্টিন ও সুসান হেডিংস, চৈনিক, কেলভিন চাও, জার্মানির রেনাটে মারটেনস এবং ভারতীয় নাজনীন ইসলাম ও করুণা জোসী মাতৃভাষার বিশ্বজনীন স্বীকৃতির ঐতিহাসিক প্রস্তাবক। বহুভাষী ১০ জনের এ দলে দু'জন বাংলাভাষী, দু'জন ইংরেজি, দু'জন ফিলিপিনো, একজন জার্মান, একজন কাচ্ছি, একজন চীনা ও একজন হিন্দিভাষী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে বসে মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি ভ্যানকুভারের বহুভাষিক পরিবেশে Mother Language of the world সংগঠনের সদস্যবৃন্দ মানুষের পরিপূর্ণ ও সুস্থ বিকাশের প্রয়োজনে মাতৃভাষার শক্তি ও ভূমিকা উপলব্ধি করেন। মাতৃভাষায় যে কালজয়ী ক্ষমতা রয়েছে, তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পান তারা বাঙালির অমর একুশে ফেব্রুয়ারির অনির্বান ইতিহাসে। প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ব্যবধানে বাংলাদেশের আত্মমর্যাদাশীল মানুষের মাতৃভাষার জন্য গৌরবোজ্জ্বল লড়াই এবং বাঙালির মাতৃভাষা চেতনা বিশ্ব পরিসরে এভাবে পুনর্জাত হয়েছে তাদের সুদূরপ্রসারী অবধারণায়। তারা উপলব্ধি করেন সমরতন্ত্রী, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী এবং বাণিজ্য সুবিধায় স্বার্থপর মানুষ যেমন ভিন্ন দেশ ও মহাদেশ নিজ করায়ত্ত করেছে, তেমনি বিশ্ব পরিসরে তাদের স্বীয় স্বার্থে প্রতিষ্ঠা করেছে ভাষা-সাম্রাজ্য। হাজার হাজার জাতি, ছোট ছোট নৃ-গোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের ভাষা আজ কতিপয় তথাকথিত উচ্চবর্ণ ভাষার গ্রাসে বিলুপ্ত, বিলীয়মান এবং জীবন্মৃত অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ভাষার এ সমাজতাত্ত্বিক রাজনীতি সরাসরিভাবে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকারকে পদদলিত করেছে। সাম্রাজ্য দণ্ডধারী এবং ক্ষমতার আশীর্বাদপুষ্ট মুষ্টিমেয় ভাষা এভাবে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, আমেরিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার হাজার হাজার মাতৃভাষাকে ধ্বংস করেছে। মা ও মাটির প্রতি মানুষের ভালবাসা, তার প্রাত্যহিক অস্তিত্ব, সৃজনীশক্তি, বাকশক্তি এবং সৃজনশীল আত্মপ্রকাশকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। Mother Language Lover of the world-এর ভাষায়, 'many were forced to forget their Mother Languages, many unique languages are still facing serious crisis for their existence. হাজার হাজার বছরের, ব্যবধানে গড়ে তোলা কৃষ্টি, সভ্যতা, ঐতিহ্য, জীবিকার্জনের হাতিয়ার, অভ্যস্ত উৎপাদন পদ্ধতি এবং সর্বোপরি তাদের জীবনঘনিষ্ঠ সকল সাংস্কৃতিক উপাদানকে উপেক্ষা, অবহেলা এবং ধ্বংস করা হয়েছে। এ কাজটি ক্ষমতালোভীরা এমন সূক্ষ্মভাবে করেছে যে, ভুক্তভোগী বেঁচে থাকার তাগিদে প্রতিবাদ করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে তাকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তারা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে যায় (এক্ষেত্রে মেকলের শিক্ষা বিষয়ক despatch স্মরণীয়)। মাতৃভাষা প্রেমিক সংগঠনটি এ সত্য অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাদের পত্রে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি এ আনানকে লেখেন, মানুষের অস্তিত্বের বাহন ভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা "a serious violation of the 'International convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; 'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and 'International Covenant on Civil and Political Rights."

ব্যক্তি মানুষের পরিচয়-উৎস, অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠতম উপাদান, আত্মমুক্তি ও সৃষ্টিশীল সংস্কৃতির স্মারক এবং সর্বোপরি জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত প্রতীক মাতৃভাষার বিশ্বজনীন স্বীকৃতির দাবিটি এভাবে জাতিসংঘ সনদের আলোকে যুক্তিসিদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়। Mother Language Lover of the world সংগঠনের সদস্যবৃন্দ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ দাবিটি জানিয়ে সমকালীন বিশ্বে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বাঙালির গর্ব এ জন্য যে, ১৯৫২ সালে যে মাতৃভাষা চেতনা থেকে বাঙালি মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে ভাষার দাবি আদায় করেছে, সেই একই চেতনার রূপান্তরিত অবয়বরূপে আজ মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। বাঙালির অহঙ্কার এজন্যে যে, বিশ্বসভায় বাংলাদেশ সকল মানুষের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির প্রস্তাবক রূপে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছে।

২.০০ ঃ জাতিগত বৈষম্য, ভাষা প্রসঙ্গ ঃ আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার জাতিসংঘ সনদের সঙ্গে মাতৃভাষার অধিকারের প্রশ্নটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গাথা। সিভিল এবং রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে একটা বড় উপাদান। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মর্যাদা, সমানাধিকার, মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও লালন প্রশ্নে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদি কোনক্রমে প্রতিবন্ধক হতে পারে না; কারণ স্বাধীন ও মুক্ত সত্তা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং মানুষের অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে জাতি, বর্ণ এবং ধর্মীয় পরিচয় দ্বারা বৈষম্য সৃষ্টি স্পষ্টতই তার মৌলিক অধিকারের নিন্দনীয় লঙ্ঘন। বৈষম্য কিংবা বৈষম্যসৃষ্টির প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা তার অধিকার রক্ষার সুযোগ সকল মানুষের জন্মগত অধিকার। বস্তুত 'any doctrine of superiority based on racial discrimination is scientifically false, moraly condemnable, socially unjust and dangerous, and there is no justification for racial discrimination, in theory or in practice, anywhere.' রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের এ সম অধিকার জাতিসংঘ সনদে এভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্ণ, জাতি এবং জন্মসূত্রভিত্তিক গোষ্ঠীগত অধমর্ণ বা উত্তমর্ণ ধারণা ব্যক্তিক ও জাতিগত বৈষম্য সৃষ্টি করে। এর ফলে জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে যেমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় তেমনি বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা হয় বিঘ্নিত। জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে তাই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে, 'Solemnly affirms the necessity of speedily eliminating racial discrimination throughout the world in all its forms and manifestations and of securing understanding of and respect for the dignity of the human person.' যেকোন জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা বিচ্ছিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ, বিকাশ এবং গবেষণার মাধ্যমে বিলীয়মান মাতৃভাষার পুনর্গঠন প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘ সনদেরই সচেত
মাত্র। দুঃখের বিষয়, একবিংশ শতাব্দী
বিশ্ব আজ এ সত্যের
discrimination) বাস্তবতা আনু
স্বীকার করল। জাতিসংঘ সনদে
discrimination-এর সংজ্ঞা নি
প্রদান করা হয়েছে ঃ
discrimination' shall me
distinction, exclusion, restri
preference based on race,
descent or national or ethni
which has the purpose or exe
an equal footing, of human r
fundamental freedoms
political, economic, social
or any other field of public l
মাতৃভাষার অধিকার স্বীকার করে
dignity of human person অং
সার্বভৌম মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় জাতিসং
বাস্তবায়নের প্রত্যাশা ছিল কানা
মাতৃভাষা প্রেমিক দলটির অন্তর্প্রেরণা।

৩.০০ ঃ প্রকৃতি, মানবপ্রকৃ
ভাষা—অন্যান্য প্রাণীর মতোই
পৃথিবীবক্ষে অরণ্যচারী মানুষ জন্ম
পেয়েছে তার ভাষা। মাতৃগর্ভে, মাতৃ
প্রাকৃতিক অর্থনীতির পরিবেশে নিঃশ্ব
মতো সহজাত প্রবৃত্তি স্বরূপ যোগায়ে
প্রকাশের বাহনরূপে ভাষার
মাতৃস্তন্যদুগ্ধপুষ্ট মানবশিশু মায়ের
উচ্চারিত শব্দ এবং স্নেহ থেকে
করে বলেই মাতৃভাষা হচ্ছে মানুষে
প্রথম সোপান এবং বেঁচে থাকায় প্রে
প্রাণন-উৎস। মানুষের জীবনধারণ, উ
আবিষ্কার ক্রমান্বয়ে এ ভাষাকে লিপি
এবং বাক্যরূপে সমৃদ্ধ করেছে। ত
অনস্বীকার্য যে, উচ্চারিত ভাষার অ
অঙ্গভঙ্গি ও ইশারার ভাষার সৃষ্টি হ
শব্দবিশিষ্ট ভাষা, শব্দাংশযুক্ত ভাষা ও
ভাষার বিকাশ পরবর্তীতে হয়েছে।
মানুষের পরিশীলিত উদ্ভাবনার
নান্দনিক ফসল। এভাবে মানুষের
যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন সূত্রে অন্তর্বয়িত
অর্থনৈতিক সমাজে মানুষের সার্বজনীন
তার আদিম ভাষায় বন্ধনহীনভাবে
হয়েছে। স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃ
জীবনাচরণে মানুষের ভাষা ছিল সহ
টিকে থাকার হাতিয়ার। পরবর্তী
সম্পত্তির বাসনা ও লালসা মানুষকে
সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব থেকে এবং গোষ্ঠী
করেছে।

কারণ সম্পত্তি-বাসনার মধ্যে
উপাদান' নিহিত থাকে। বলদর্পী
নিজস্ব সৃষ্ট গণ, গোষ্ঠী ও ভ্রাতৃত্ব
পরস্পর স্বার্থের কারণে বিচ্ছিন্ন হ
আদিম সাম্যবাদ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীবি
বিভক্ত হয়ে পড়ে। দেশ থেকে দেশা
মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ম
পড়ে। এভাবে মানুষের জীবন
জীবনাচরণে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয়
ভাষা। বিশ্বব্যাপী এইসব মানুষ প্রণা
কেউ পিছিয়ে পড়ে আবার কেউ যায়

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ
ঢাকার পার্শ্ববর্তী থানা
কেরানীগঞ্জের বহুল
আলোচিত ঘটনা আক্তার
বানু হত্যা মামলার তদন্ত
বর্তমানে ঝিমিয়ে পড়েছে।
থানা পুলিশ ও প্রশাসন
এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের
প্ররোচনায় পুলিশ
আসামিদের না ধরে
মামলাটি ভিন্নখাতে
প্রভাবিত করছে বলে নিহত
আক্তার বানুর পরিবারের
সদস্যরা অভিযোগ
করছেন। হত্যাকাণ্ডের প্রায়
২ মাস অতিবাহিত হওয়ার
পরও ঘাতক স্বামী শরিফসহ অ
বাইরে রয়ে গেছে। অন্যদিকে ম
আত্মহত্যার মামলা বলে
চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে
বলে অভিযোগ উঠেছে।
উল্লেখ্য, নিহত আক্তার বানু
(৩২) মৃত্যুর আগে ঢাকা
মেডিকেল কলেজ
হাসপাতালে ম্যাজিস্ট্রেটের
সামনে ঘটনার পূর্ণ
জবানবন্দি দিয়ে যান।
এদিকে আসামিরা মামলার
বাদিকে নানাভাবে ভয়ভীতি
পরিবারবর্গ চরম নিরাপত্তাহীনতা

গৌরীপুরে গর
চুরির

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)
নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গৌ
উপজেলায় সর্বত্রই গরু ও
নলকূপসহ বিভিন্ন ধরনের চুরির
পড়েছে। চুরি বন্ধে আইন প্রয়ো
সংস্থা কোন কার্যকরী ভূমিকা
করছে না।

জানা গেছে, গত দেড় মাসে গৌ
উপজেলায় অর্ধশতাধিক গরু,
শতো অগভীর নলকূপ, বাইসাই
বিভিন্ন ধরনের চুরি সংঘটিত হ
গৌরীপুর উপজেলায় ৬নং বোকা
ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের
মিয়ার ২টি, কাছিমপুর গ্রামের
গফুরের ১টি, ইয়ারপুর গ্রামের
আলীর ১টি, দারিয়াপুর গ্রামের
রাশিদের ২টি, তারপুর গ্রামের
মিয়ার ১টি, ১নং মইলাকান্দা ইউনি
নপাই গ্রামের মো. লিয়াকত
মন্ডলের ২টি, ১০নং সিধলা ইউনি
নাটি গ্রামের সিকান্দার আলীর
মাওহা ইউনিয়নের কুমরী গ্রামের
আলীর ২টি, পাজুটি গ্রামে
৩নং অচিন্তপুর ইউনিয়নের চর
গ্রামের মো. জাফর আলীর
মো. আবদুস সোবহানের ১টি,
গ্রামের মো. আবদুল মতিনের ১টি
গৌরীপুর ইউনিয়নের মো.
আলীর ১টি ও শালিহর গ্রামের
সিদ্দিক মিয়ার ১টি গরু চুরি হয়েছে
গৌরীপুর উপজেলায় অগভীর
রি বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলার
বাকাইনগর ইউনিয়নের আবুল
লতানের ১টি, ৩নং

অ্যাম্বুলেন্স অ

ভেঙে পড়ে